Bengali/বাংলা

গণভোট 2023

থামুন এবং ভেবে দেখুন

আসন্ন গণভোটে

উৎসটি যাচাই করুন

গণভোটের সময় আপনি হয়তো এমন কিছু তথ্য পাবেন যার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যার কোন প্রেক্ষিত নেই, কিংবা এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর। তথ্য সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে হলে, তথ্য সংগ্রহের সময় সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করুন এবং তথ্যটি সঠিক এবং সত্য কি না, তা ভেবে দেখুন।

গুজবের কৌশল

গুজব হল জ্ঞাতসারে মিথ্যা তথ্য, যার উদ্দেশ্য হল ইচ্ছাকৃতভাবে জনমতকে বিভ্রান্ত এবং প্রভাবিত করা। এবং ভুল তথ্য নিজে নিজে ছড়ায় না। যারা ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য নিচে দেয়া কিছু কিছু কৌশল ব্যবহার করতে পারে:

শুধুমাত্র প্রশ্ন করা

মানুষ কোন প্রমাণ না দিয়ে কোন ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশ্ন করতে পারে। যদিও জিজ্ঞাসিত বেশিরভাগ প্রশ্নই যৌক্তিক, যে সকল প্রশ্ন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা অত্যন্ত অসম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে করা হচ্ছে, সেগুলির ব্যাপারে সতর্ক হন। একটু থেমে ভাবুন, কেন প্রশ্নটি করা হচ্ছে।

আবেগি ভাষা

রাগ বা ভয়ের মতো নেতিবাচক আবেগের সৃষ্টি করে, এমন কড়া ভাষা কোনও বিষয়কে সহজে ভাইরাল করে দিতে পারে। আপনি যদি এমন কিছু দেখেন যা আপনার মধ্যে তীব্র আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তবে থামুন এবং এটা কেন হচ্ছে তা নিয়ে একটু ভাবুন।

চেরি পিকিং বা বেছে বেছে কথা বলা

চেরি পিকিং এর বিষয়টি ঘটে যখন কোন পটভূমি ছাড়াই তথ্য সরবরাহ করা হয়, যেমন মূল উৎস উল্লেখ না করেই স্ক্রীনশট কিংবা পরিসংখ্যান দেয়া।

ভোটার হিসেবে আপনার ভূমিকা

গণভোট আইন যোগাযোগ বা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সত্যতা নিয়ন্ত্রণ করে না। সময় নিয়ে বিবেচনা করুন তথ্যটি:

নির্ভরযোগ্য কি না

এটি কি নির্ভরযোগ্য কিংবা স্বীকৃত উৎস থেকে প্রাপ্ত?

তথ্যের উৎস কী, আপনি কি তা জানেন? এটি কি কোন অনুমোদিত মিডিয়া প্রতিষ্ঠান কিংবা সামাজিক মাধ্যমের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে? আপনি যদি নিশ্চিত না হন, তাহলে অ্যাকাউন্টটি নতুন সৃষ্ট কি না, কিংবা এতে অন্যান্য পোস্ট আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখুন।

সাম্প্রতিক কিনা

এটি কবে প্রকাশিত হয়েছিল?

একটি পোস্ট/নিবন্ধ আজকে শেয়ার করা হয়েছে, তার মানে এই নয় যে এটি সাম্প্রতিক। সবসময় মূল উৎস এবং প্রকাশের তারিখটি পরীক্ষা করে দেখুন। পুরনো কোন পোস্ট/নিবন্ধ যা এখন আর সঠিক নয়, সেটি শেয়ার করা হতে পারে, যাতে করে তা নতুন তথ্যের মত মনে হয়।

AEC-র ভূমিকা

AEC হল একটি স্বাধীন সংস্থা, যার কাজ হল গণভোট পরিচালনা করা। AEC এর ভূমিকা হল:

গণভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা

বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযান, ওয়েবসাইট, যোগাযোগ কেন্দ্র এবং সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কীভাবে ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে হবে অথবা ভোট দিতে হবে, AEC সেইসব তথ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার সহজ করে দেবে। যদি এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে কোন ভুল তথ্য থাকে, তাহলে AEC তা সংশোধন করার পদক্ষেপ নেবে। এই প্রক্রিয়াগুলির বাইরে গণভোটে যোগাযোগের সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে AEC-র আর কোন ভূমিকা নেই।

গণভোটে যোগাযোগের অনুমোদন যাচাই করে দেখুন

গণভোটে নির্দিষ্ট কিছু যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুমোদন নিতে হয়, যাতে করে ঐ তথ্যের উৎস কী তা জানতে আপনার সুবিধা হয়।

Yes এবং No প্রচারাভিযানের উপকরণ

যদিও AEC গণভোটের তথ্যপুস্তিকা জারি করার জন্য দায়ী, যেটিতে অফিসিয়াল Yes এবং No প্রচারণার তথ্য থাকবে, এই যোগাযোগের সত্যতা নিয়ন্ত্রণে AEC-র কোনো ভূমিকা নেই।

aec.gov.au/translated 1300 720 153

AEC Australian Electoral Commission

AEC23/1804

ইলেকটোরাল কমিশন, ক্যানবেরা কর্তৃক অনুমোদিত
Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra